টুয়েলফথ নাইট

অথবা হোয়াট ইউ উইল

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

টুয়েলফথ নাইট

অথবা হোয়াট ইউ উইল

ভূমিকা ও ভাষান্তর

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

মনফকিরা
www.monfakira.com

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

টুয়েলফথ নাইট

অথবা হোয়াট ইউ উইল

ভূমিকা ও ভাষান্তর : সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-80542-62-1

প্রকাশক : মনফকিরা

২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত, মুকুন্দপুর,

কলকাতা ৭০০ ০৯৯

বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১/ ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২/ ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫

ওয়েবসাইট : www.monfakira.com

ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/

monfakirabooks@yahoo.co.in

ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com

ফেসবুক : https://www.facebook.com/monfakira2013

গুগল প্লাস : https://plus.google.com/u/0/111119619973026469315/posts

মুদ্রক : জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড,

কলকাতা ৭০০ ০০৯

৮০ টাকা

ভূ মি কা

'টুয়েলফথ নাইট' শেক্সপীয়ারের এমন একটি নাটক, যা অনেকাংশেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি ধারার সমন্বয়। মনে করা হয়, নাটকটি লেখা হয়েছিল ক্রিসমাস উৎসবের যে-বারো দিনের ছুটি, সে সময়ের শেষ দিনে অভিনয়ের জন্য। সম্ভবত ইটালি থেকে অরসিনো নামক এক সম্ভ্রান্ত ভূপতির সম্মানার্থে এর অভিনয় হয় এবং নায়কের নামও হয় তাঁরই নামে। প্রথমে শেক্সপীয়ার চেয়েছিলেন নাটকটির নাম হোক 'হোয়াট ইউ উইল' (মোটামুটি অনুবাদে দাঁড়ায় 'আপনার যা ইচ্ছা'), কিন্তু সেই সময়ে ঐ নামেই জন মার্সস্টন-এর একটি নাটক মঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। ফলস্বরূপ ঐ নামটি নাটকের উপনাম হিসেবে থেকে যায়। এই দ্বিতীয় নামটি বিষয়বস্তুর বিশেষ প্রতিফলন ঘটায়, কারণ এই নাটকে হাস্যরসের সঙ্গে করুণ-রসেরও পর্যাপ্ত ব্যবহার পাওয়া যায়। এই ব্যবহার প্রকট ভাবে না-হলেও অনেক ঘটনা বা ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

যমজ ভাই/বোন, পুরুষ-ছদ্মবেশে নারী এবং এই ধরনের ঘটনাবলি থেকে উদ্ভূত পরিচয়বিভ্রাট শেক্সপীয়ারের নাটকে একাধিক বার পাওয়া যায়। বর্তমান নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়টি সামান্য অন্য রকম, কারণ এ নাটকে মিলনান্তক পরিণতি অনেকটাই কৃত্রিম। নাটককার নিজেও সমাধানের মূল সূত্র সিবাস্টিয়ানকে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে হাজির করেন। তৎকালীন নাট্যনীতির দাবি অনুযায়ী প্রথম অঙ্কেই যাবতীয় মুখ্য চরিত্র ও কাহিনীসূত্রের সঙ্গে পরিচয় করানো আবশ্যক ছিল। শেক্সপীয়ারের পাঁচ-অঙ্কের গঠন সাধারণত সেই ধারাই মেনে চলেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কারণ হয়তো নাটককার নিজেই চেয়েছেন এই কাহিনীর কষ্ট-কল্পিত মিলের দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এ নাটক লেখার ঠিক আগেই শেক্সপীয়ারের বারো বছর বয়স্ক যমজ সন্তান জুডিথ ও হ্যামনেট-এর মধ্য দ্বিতীয় জনের মৃত্যু হয়। জুডিথের চোখে দেখা দুঃখই হয়তো অসম্ভব মিল ঘটানো এই আখ্যানের অনুপ্রেরণা। হয়তো সে কারণেই পূর্বপরিচিত এক কাহিনীকে এই ভাবে

নাট্যরূপ দান করেন লেখক। ভয়ানক এ মানসিক আঘাত নাটককার নিজেও মেনে নিতে পারেননি, জীবনের আরও নানা নেতিবাচক ঘটনার প্রভাব এর সাথে যুক্ত হয়। এই নাটকের পর শেক্সপীয়ার আর কোন প্রাণখোলা কমেডি লেখেননি। বরং এই নাটকের পর থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডিগুলো লেখা শুরু করেন। নাট্যজীবনের শেষ প্রান্তে আবার কমেডি লিখেছেন, কিন্তু সে সবের বিষয় এতই বিষণ্ণ ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের এতই অবিশ্বাস যে তাদের 'ডার্ক কমেডি' হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নাটক কিছুটা ব্যতিক্রমী। অন্য নাটকের মতো এখানেও গদ্য ও পদ্যের মিশ্র প্রয়োগ পাওয়া যায়। যখনই আবেগের আধিক্য আসে, তখনই ভাষা গদ্য থেকে পদ্যে পরিণত হয়। কিন্তু এই নাটকের বিশেষত্ব হল এর প্রধান কাহিনীসূত্র আবেগমুখর এবং করুণরসে পরিপূর্ণ— বিয়োগান্ত নিষ্পত্তির দিকেই এর গতি। অনেক সময়ে মনে হয় যে শেষ মুহূর্তে নাটককার মত পরিবর্তন করেছেন। অথবা, উৎসবে অভিনয়ের জন্য এর গতিপ্রকৃতি বদল করতে হয় শেষ সময়ে। কমেডির থেকে দর্শক যে-হাস্যরস প্রত্যাশা করেন, তার পুরোটাই পাওয়া যায় দ্বিতীয় কাহিনীসূত্র থেকে। এবং এই রসবোধ অনেক সময়ে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে। শেক্সপীয়ারের অসামান্য দক্ষতা তিনি দুটি সূত্রকে শেষে মেলাতে পেরেছেন। কিন্তু কমেডির অন্তত একটি নিয়ম তিনি ভাঙতে বাধ্য হয়েছেন— হয়তো বাস্তবের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই— ম্যালভলিও চরিত্রের সন্তোষজনক সমাপ্তি এখানে অনুপস্থিত। আসলে এই চরিত্রের ওপর যা অত্যাচার হয়েছে, তাতে কোন ভাবেই তার কাছ থেকে মার্জনা আশা করা যায় না।

কয়েকটি চরিত্র সম্পর্কে কিছু কথা বলা আবশ্যক। ম্যালভলিও মূল নাটকে 'পিউরিটান' হিসাবে উপস্থাপিত। এলিজাবেথের রাজত্বকালে এবং তার আগে-পরে পিউরিটানদের যে-ভূমিকা, তা ব্যাখ্যা করা নাটকের পরিসরে অসম্ভব। আর সে ধারণা ছাড়া ম্যালভলিওর প্রতি বাকিদের রাগ বা ঘৃণা বোঝা মুশকিল। তাই এই অনুবাদে সে প্রসঙ্গ বাদ গেছে। তার চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায়নি, কেবল ধর্মগত সূচকটা বাদ দেওয়া হয়েছে। ভায়োলা ও সিবাস্টিয়ানের মধ্যে প্রথম জন বুদ্ধিমতী, চটপটে, বাস্তববাদী ও আশাবাদী। তার ভালোবাসাই এখানে একমাত্র বিশুদ্ধ ও শাশ্বত। দ্বিতীয় জন 'রোমান্টিক কমেডি' ধারার বাকি নায়কদের মতোই অপদার্থ। যেখানে ভায়োলা প্রথম থেকে আশাবাদী ও অ্যান্টনিওর মুখে ভাই-এর নাম শুনে সচকিত, সেখানে সেই ভাই প্রথম থেকেই ক্রন্দনরত, হতাশ এবং চোখের সামনে সিজারিওকে দেখে তার একবারও মনে হয় না যে এ তার হারিয়ে-যাওয়া বোন হলেও হতে পারে। সব থেকে মজার ব্যাপার হল, কয়েক মুহূর্তের পরিচয়েই

সিবাস্টিয়ান অলিভিয়াকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়। যদিও এটি কাহিনীসূত্রের জন্য আবশ্যক, তা-ও সিবাস্টিয়ানের ক্ষেত্রে হয়তো অস্বাভাবিক মনে হয় না। নায়ক হিসেবে অরসিনোও বাকি রোমান্টিক কমেডির নায়কদের মতোই। তার বিশেষত্ব তার প্রেমের প্রতি প্রেম। অলিভিয়ার জন্য তার মনে যে-চাহিদা, তা হয়তো খেয়ালের বেশি কিছু নয়। আর নায়িকার জন্য যে-ভালোবাসা, তা বুঝতে অবশ্য সে বেশি সময় নেয় না। স্বভাবতই অরসিনো খামখেয়ালি, তার কাছে সঙ্গীত ও কাব্য একটা আবেশ মাত্র, সত্তাগত প্রয়োজন নয়। কিন্তু অন্য দিকে, অলিভিয়াও তার ভাই-এর স্মৃতির প্রতি অত্যধিক সমর্পিত। দু'জনের ক্ষেত্রেই এই ভ্রান্তি কেবল বিলাস নয়, বরং বেঁচে থাকার উপায়। ইলিরিয়া দেশ 'ইলিউশন' বা বিভ্রান্তি/মায়া ও 'লিরিসিজম' বা গীতমূর্ছনার সংযোগ। ফেস্টেকে বাদ দিলে এই দেশে প্রায় সবাই কোন-না-কোন ভ্রান্ত মোহের শিকার।

'কিং লিয়ার' নাটকের যে-নামহীন বিদূষক, তাকে বাদ দিলে ফেস্টে হয়তো শেক্সপীয়ার-সৃষ্ট অন্যতম অসামান্য চরিত্র। নাটককারের সঙ্গে এতটা সংযোগ খুব কম চরিত্রেই দেখা যায়। হয়তো নাটককারের সত্তার প্রসারণ হিসাবে এ চরিত্রকে দেখা যেতে পারে। নবজাগরণের সময়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে ও রাজার সভায় একজন বিদূষক বা ভাঁড় নিয়োগ করা অপরিহার্য প্রথায় পরিণত হয়েছিল। এঁদের মুখ্য কাজ ছিল লোক হাসানো। পোশাকের অসংগতি ও নানা রকম খেলার সঙ্গে শব্দ নিয়ে খেলাও ছিল এঁদের প্রধান হাতিয়ার। আর ছিল যাকে যা খুশি বলবার অনুমতি। ফলস্বরূপ এঁদের বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হত সবার দিকে। অনেক সময়ে এঁরা রাজা-রাজড়ার ভুলভ্রান্তি অনায়াসে ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই এই সব কথা, যতই ন্যায্য হোক না কেন, আমল পেত না। আবার অনেক সময়ে রাজার খেয়ালের শিকার হয়েছেন এঁরা। সাধারণত এঁরা হতেন তীব্র বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। অন্যদের চারিত্রিক দুর্বলতা ধরার ক্ষমতা থাকত প্রবল। কিন্তু কায়িক শ্রমের অভ্যাস বা অন্য পেশাদারি দক্ষতা না-থাকায় এই জীবিকা নিতে এঁরা বাধ্য হতেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এঁরা পড়তেন মুশকিলে, কারণ তখন এই জীবিকা বহু ক্ষেত্রেই বেতনভিত্তিক ছিল না। তাই আমরা দেখতে পাই ফেস্টে সুযোগ পেলেই ভিক্ষা-বৃত্তিতে নেমে আসে, আত্মমর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়ে। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অন্যত্র— এঁদের মতো মেধাবী মানুষদের চলতে হত অর্ধশিক্ষিত/ অশিক্ষিত ধনী জমিদারদের তোষামোদ করে। শেক্সপীয়ারের মতো নাটককার তাই এঁদের মধ্যে নিজেকে দেখবেন, তা মোটেই আশ্চর্য নয়। কারণ তাঁর মতো জীবনদর্শনে উন্নত ও সংবেদনশীল মানুষকেও চলতে হত ধনী পৃষ্ঠপোষক ও মঞ্চে বিনিয়োগকারী সম্পন্ন লোকেদের স্তাবকতা করে। নাটককার/কবিমন তাই হয়তো এই বিদূষকের

বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। সে কারণেই হয়তো আমরা দেখি, সবশেষে ফেস্টে থেকে যায় মঞ্চে, একা। এবং তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে চরিত্র পরিণত হয় অভিনেতায়, বহন করে নাটককারের নিজের কথা, সরাসরি।

A great while ago the world begun,
With hey, ho, the wind and the rain,
But that's all one, our play is done,
And we'll strive to please you every day.

এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি বার্তা— হালকা হাসির দিন শেষ। এ বার শুরু হবে গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডির সময়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতা নিতে হয়েছে। বিশেষত গানগুলো প্রায় নতুন— ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। গালাগালিও তা-ই। রাগ আর অনুরাগ, উভয়েই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যনির্ভর। নবজাগরণের সময়ে ইংল্যান্ডে ভাষার যে-ধারা, তার সঙ্গে অন্য কোন সময় বা স্থানের ধারাগত মিল অসম্ভব। তাই অনুবাদক অনেক সময়েই পরিচিত শব্দমালা ব্যবহারে বাধ্য হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে শালীনতার বাঁধ ভাঙতেও সমস্যা হয়েছে, কারণ মনে হয়েছে হয়তো তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে-ক'টি ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষার প্রয়োগ আছে, তা মিথ্যে বড়াই করার উদ্দেশ্যে। সে ক্ষেত্রে এখানে আনুষ্ঠানিক ধাঁচে সাধু ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করা যায়, এই অনুবাদ খুব একটা আশাহত করবে না।

আমার বাবা সলিল বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা, তাঁর অসামান্য সব অনুবাদের কাজ এবং মৌলিক সৃষ্টি আমার সৃষ্টিসত্তা গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। মা সবিতা বিশ্বাসের ক্লান্তিহীন সমর্থন আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। আমার স্ত্রী জয়া ও বোন সমতা নানা পরামর্শে অনুবাদের এই কাজে সাহায্য করেছে।

আমার সৌভাগ্য যে আমার গবেষণার কাজ আমি অধ্যাপক দীপেন্দু চক্রবর্তীর কাছে করতে পেরেছি। তাঁর এবং অধ্যাপক চিন্ময় গুহ-র স্নেহ ও সান্নিধ্য আমার কাছে মূল্যবান।

আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আমার অস্তিত্বের অংশ। আমার সহকর্মী বন্ধুরা আমাকে চিরকাল উৎসাহ দিয়েছেন। সহকর্মী কৌশিককিশোর সর্বাধিকারী ও প্রীতিশকুমার মণ্ডলের আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে নিকটাত্মীয় বিয়োগের সমান। আমার প্রথম শেক্সপীয়ার অনুবাদ আমি তাঁদের স্মৃতিতে উৎসর্গ করছি।

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস
কলকাতা

টুয়েলফথ নাইট

অথবা হোয়াট ইউ উইল

স্থান : ইলিরিয়া

পাত্র-পাত্রী

অরসিনো : ইলিরিয়ার রাজা
ভ্যালেন্টাইন ও কিউরিও : অরসিনোর সহচর
অলিভিয়া : ইলিরিয়ার এক অভিজাত পরিবারের কন্যা
মারিয়া : অলিভিয়ার পরিচারিকা
সার টোবি বেলচ : অলিভিয়ার আত্মীয়
সার অ্যানড্রু অ্যাগচিক : সার টোবির অতিথি
ম্যালভলিও : অলিভিয়ার গোমস্তা
ফেবিয়ান : অলিভিয়ার আশ্রিত
ফেস্টে : অলিভিয়ার পারিবারিক বিদূষক
ভায়োলা : অনাথ কন্যা
সিবাস্টিয়ান : ভায়োলার ভাই
ক্যাপ্টেন : ভায়োলার উদ্ধারকর্তা
অ্যান্টনিও : সিবাস্টিয়ানের উদ্ধারকর্তা
অন্যান্য মান্যগণ্য, সহচর-সহচরী,
পুরোহিত, সৈন্য এবং পরিচারকেরা

প্র থ ম অ ঙ্ক

প্র থ ম দৃ শ্য

রাজা অরসিনো, কিউরিও ও মান্যগণ্যদের প্রবেশ

অরসিনো : সঙ্গীতের সঙ্গতে প্রেম হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ,
আর সমৃদ্ধির সাধনার শীর্ষে কেবল অতিপূর্ণতা।
তবু সঙ্গীত আমার সম্পূর্ণতার সহায়. . .
বড় সুন্দর ঐ সুরমূর্ছনা, কেমন বিষণ্ণতার বাঁশিতে বদ্ধ।
যেন কোন উদাস রাখালের গান তার মেঠোফুলের গল্প নিয়ে হাজির।
কিন্তু মন যে আর এই গানে মজতে নারাজ,
আবেশের আবেগ কেন আনমনে আত্মহারা?
আমার মন কেন অন্যপানে ধায়?
প্রেমের শিখা, তুমি বড় চঞ্চল, কখন জাগো, কখন যাও নিভে।
কখনও তুমি দাবানল, আবার মুহূর্তে হও সন্ধ্যারাগের আভা।
তোমার আলোয় আজকে যিনি ধনী,
কালকে তিনি, কালকে কেবল ঋণী।

কিউরিও : রাজা, শিকারের সময় হল।

অরসিনো : কীসের শিকার?

কিউরিও : মৃগমৃগয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ক্ষণিক আগে।
তাই দৃষ্টি মোদের চপলমতি কাজলকালো চোখের প্রতি।

অরসিনো : আঃ! বড় মিষ্টি সেই কাজলকালো আঁখি।
হৃদয় নিয়ে খেলার সে শখ শুধুই তখন বাকি।
মুহূর্তে সেই প্রবল দেখার তান,
অসুখ অসুর সুখের হাতে সেদিন হল জব্দ,
মনের কোণের গোপন বাঁশি
বাদ্যবীণার রাশিহাসি

উচ্ছ্বসিত শব্দ
নিয়ে এল আগমনীর গান।
তাকে দেখে ফিরল যেন প্রাণ। কিন্তু সেদিন হলাম আমি বন্য,
মনের কোণের বন্যব্যথায় আজকে আমি ধন্য।

ভ্যালেন্টাইন-এর প্রবেশ

কী সংবাদ?

ভ্যালেন্তাইন : বড় মুশকিল রাজন। প্রবেশদ্বার থেকেই বিতারিত আজ দূত।
সহচরীর সহজ কথা, সাত বছরের ব্রত,
সূর্য, চন্দ্র, সকল ঋতু, দেখবে না তার মূর্তি,
ভ্রাতৃশোকের আর্তি হেতু, পর্দানশিন তিনি।
আনন ঢেকে কাননপারে, অশ্রুধারার প্রবল ভারে সৃষ্ট স্মৃতিসৌধ
তাহাই কেবল আরাধ্য তাঁর। অন্য সবই অতি অসার। হলাম আমি স্তব্ধ।

অরসিনো : এমন মহান মনের মতি, আমার মনের প্রবল গতি
সেই পানেতেই ধায়। ভালবাসার এমন বাঁধন, যেমনি যাবে প্রেমের সাধন,
হায়। প্রেমের ঘায়ে অন্য মায়া হারিয়ে যাবে যবে,
সেই মানবী, সেই মায়াবী, কেবল আমার রবে।
হৃদয়ভরা অন্য যত টান,
আমার প্রেমে সবার অবসান।
আজকে ছাড়ো শিকার বিকার,
উদ্যানেতে যাই, প্রেমকথনের বিলাপকথায়,
পাপড়িঘেরা গন্ধসুখে প্রেমের এ গান গাই।

দ্বি তী য় দৃ শ্য

ভায়োলা, ক্যাপ্টেন ও নাবিকদের প্রবেশ

ভায়োলা : কোথায় এলাম?

ক্যাপ্টেন : ইলিরিয়া এই দেশ।

ভায়োলা : মৃতের স্বদেশ এলিসিয়াম, সেথায় আমার ভাই,
ইলিরিয়া কি ঠিক ঠিকানা? ঠিক যে কী ঠিক যায় কি জানা?
হয়তো মিথ্যে আমার ভয়। জলের সাথে যুদ্ধশেষে হয়েছে তারই জয়।

ক্যাপ্টেন : তোমার বাঁচাই অবাক ভারি।

ভায়োলা : অবাক কি হয় একটি বার-ই?

ক্যাপ্টেন : সে কথাটাও খাঁটি।
জাহাজডুবির ভয়ঙ্করে সবাই দিশেহারা।
আমরা ক'জন নৌকো মাঝে তোমায় নিলেম তুলে।
দেখতে পেলুম এক ঝলকে ভাইকে তোমার দূরে,
মাস্তুলেতে আঁকড়ে বেঁধে, সাগর তখন পাগলপারা
বিপদ আপদ ভুলে।
ভাসছে দামাল ঢেউয়ের সুরে, কিন্তু অন্য পানে।
কী হল তার। কে-ই বা সেটা জানে।

ভায়োলা : তোমার কথার মুল্য দেব, অমন ধনী নই।
কিন্তু জেনো, তোমার তরে ঋণের বোঝা বই।
আমার জীবন দিচ্ছে আশা
সঙ্গে তোমার মধুর ভাষা,
— ভুলব খেয়াল সর্বনাশা।
সামনে নতুন সব-ই।
ইলিরিয়ার গল্পকথা তোমার আছে জানা?

ক্যাপ্টেন : জন্মেছিলাম পাশের দেশে। ইলিরিয়ার মিত্র।
আমার কাছে মিলবে জেনো দেশ-বিদেশের চিত্র।

ভায়োলা : শোনাও মোরে রাজকাহিনী তবে
রাজার বলো নাম।

ক্যাপ্টেন : অরসিনো রাজ-সিংহাসনে. . .

ভায়োলা : নাম শুনেছি আগে। বাবা তখন বেঁচে,
যখন তখন গল্প শুনি যেচে।
অরসিনো তার কীর্তিগাথা জানি,
একলা রাজা, নেই তো সাথে রানি. . .

ক্যাপ্টেন : এখনও সেই ছবি।
গত মাসের শেষ খবরে, বিয়ের কথা শূন্য।
যদিও গুজব বেজায় শুনি— গরিবমুখে ধনীর ধ্বনি—
অরসিনোর প্রেমের জোয়ার অলিভিয়া-র জন্য।

ভায়োলা : অলিভিয়া?

ক্যাপ্টেন : সম্ভ্রান্ত এক নারী। হতভাগ্যও বটে।

বছরখানেক আগে, পিতৃশোকের বিপুল ব্যথার পরে,
ভাইবোনেতে চলছিল একমত।
সইল না তা-ও ভাগ্যদেবের খেলা।
ভ্রাতৃশোকের অসীম সে যে জ্বালা।
তাই তো এখন বাঁচতে অবহেলা।

ভায়োলা : পেতাম যদি ওনার কাছে ঠাঁই,
কী বল কী, ওনার কাছেই যাই?
আমার যা হাল, বেহাল বলাই ভালো,
কী করি আর, ওনার কাছেই চলো।

ক্যাপ্টেন : সেই ঠিকানায় মিলবে না গো কিছু।
নতুন মানুষ আজ্ঞা নেই যে সেথা,
রাজার কথাও এক্কেবারে বৃথা।

ভায়োলা : নাবিক তোমায় দেখে মনে হয় ভালো।
তবে সৃষ্টি বড় সৃষ্টিছাড়া, আসল-নকল বোঝা,
সোজা নয়। সুশীল মধুর আবরণে লুকিয়ে থাকে পাপ।
তবু তোমার কোমল কায়া, আমার চোখে, দেখায় মনের ছায়া।
ভরসা করি তোমার উপর— সাহায্য পাই যদি—
আত্মগোপন উপায় আমার। নারীত্বের এই ছাপ,
বিপদ আনে। নিয়ে যাবে রাজার কাছে?
গাইতে আমি পারি। আমি আরও নানান গুণে—
বলব নিজেমুখে? তরুণ সেজে থাকব আমি, করব রাজার সেবা,
আর কী আছে উপায় আমার, থাকব কি আর সুখে।
তরুণ সাজে আমায় নিয়ে চলো প্রাসাদমুখে।
গোপন রেখো আমার এ রূপ, পায়ে তোমার পড়ি,
নইলে আমার জীবন যাবে অন্ধকারে ভরি।

ক্যাপ্টেন : তুমি সাজো তরুণ, আমি থাকব কুলুপ এঁটে।
কথার খেলাপ হলে আমার পড়ুক লাথি পেটে।

ভায়োলা : যাই তা হলে?

সকলের প্রস্থান

তৃ তী য় দৃ শ্য

সার টোবি বেলচ ও মারিয়ার প্রবেশ

সার টোবি : অলিভিয়ার এমন ন্যাকামোর কোন মানে হয়। ভাই কি কারুর মরে না। এই জন্যই সাধু-সন্তরা বলে জীবন অসার। এই মায়াজগতের বন্ধনে জড়াতে নেই।

মারিয়া : সাধু-সন্তরা যা-ই বলুন না কেন, তুমি যদি রাতে ঠিক সময়ে ঘরে না ফেরো, আমার মালকিন কিন্তু তোমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে।

সার টোবি : বার-বার বড় বাড়াবাড়ি করো। ঘাড় ধরাধরি, ঘর ছাড়াছাড়ি, এ সব কথা আর ভালো লাগে না।

মারিয়া : ভালো লাগুক আর না-লাগুক, সময়ের শেকলে নিজেকে বাঁধো।

সার টোবি : বাঁধো। আবার বলে বন্ধনের কথা। বন্ধনের ধনে আমাকে বাঁধা যাবে না। বা ধনের বন্ধনে। আমার যেটুকু আছে, তা মন্দ কী? মদ্যপানের জন্য তা যথেষ্ট। আর যে-দিন থাকবে না— চুলোয় যাক সব।

মারিয়া : পানালাপই তোমার পতন ঘটাবে। কালই বলছিলেন মালকিন, তোমার কথা আর ঐ এক মাথামোটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ, তারও কথা— দুটোকেই বার করে দেবেন তিনি।

সার টোবি : সার অ্যান্ড্রু অ্যাগচিক। তার কথাও বলল?

মারিয়া : অবশ্যই।

সার টোবি : তাকে নিয়ে আবার কথা কেন। উচ্চমার্গের মানুষ সে।

মারিয়া : হয়েছে!

সার টোবি : ব্যাটার রোজগার জানো? বছরে বেশ কয়েক হাজার।

মরিয়া : কিন্তু অত আয়ও ওনার আয়ু বেশি বছর বাড়াতে পারবে না। একে মাথামোটা, তায় মদ্যপ, আবার তার ওপর ঝগড়ুটে।

সার টোবি : কী যে বলো। অমন গুণী মানুষ। তার বাজনা বাজানো শুনেছ? এক বার শুনলে আর ভুলবে না। আর জ্ঞান; চার-পাঁচটা ভাষার চার-পাঁচটা শব্দ অনায়াসে বলতে পারে। কে বলবে, সে জীবনে একটাও বই পড়েনি। গুণের আধার যাকে বলে আর কী!

মারিয়া : গুণের আধারই বটে! এমন একটা *গুণ* পৃথিবীতে নেই যেটায় উনি গুণী নন। বোকা মস্তান তো বটেই, তার ওপর আবার কাপুরুষ। বিজ্ঞজনে বলে, ওনার এই ইহজগতে আর বেশি দিন নেই।

সার টোবি : কে বলে এ সব কথা। এক হাত দেখে নিই তাদের. . .

মারিয়া : যারা বলে, তারা এটাও বলে যে ওনার যত মাতলামো আর মাস্তানির মূলে হচ্ছ তুমি।

সার টোবি : যত দোষ আমার! তা বটে। আসলে আমরা চাই অলিভিয়ার সুখ, তার লম্বা জীবন। আর তুমি জানো, সুরাপাত্রে প্রথম চুমুক দেওয়ার আগে ঈশ্বরের কাছে যা চাওয়া হয়, তিনি তা-ই দেন। তাই অলিভিয়ার খাতিরেই আমাদের একটু-আধটু মদ্যপান হয় আর কী! কেউ যদি অলিভিয়ার অমঙ্গল চায়, আমাদের পানে বাধা দেয়, তা হলে তো সামান্য বাক্যালাপ, আর ঐ মাঝে-মধ্যে সামান্য মৃদু চড়-চাপড়, তার বেশি কিছু না। দেখো, বলে না, শয়তানের নাম করলেই সে হাজির হয়. . . দেখো কথাটা সত্যি কি না।

সার অ্যানড্রু অ্যাগচিকের প্রবেশ

সার টোবি : আরে, সার অ্যানড্রু যে।

সার অ্যানড্রু : হ্যাঁ। আমি। ইনি কে?

সার টোবি : ইনি অলিভিয়ার সহচরী। সৌন্দর্যের পূজারী তুমি সার অ্যানড্রু, আর পূজার যিনি বিগ্রহ, তাকে চিনতে পারছ না।

সার অ্যানড্রু : ওঃ, আচ্ছা। নমস্কার পূজা দেবী।

মারিয়া : আমার নাম মারিয়া।

সার অ্যানড্রু : ও, আচ্ছা, ডাকনাম তা হলে পূজা। বেশ, বেশ।

সার টোবি : এই তোমার প্রণয়পিপাসা? সৌন্দর্যের পূজা মানে সুন্দরীর সাথে প্রেম, অন্তত সুন্দরীকে প্রেম নিবেদন, তারপর যা-ই হোক না কেন। (বিশেষত তোমার ক্ষেত্রে।)

সার অ্যানড্রু : পুজো-আচ্চা নিয়ে এ সব না করলেই কি নয়।

মারিয়া : আমি চললাম।

সার টোবি : কিছু করো সার অ্যানড্রু, কিছু করো। তোমার শৌর্য-বীর্য সব কোথায় গেল? তলোয়ারের ধার কি ভোঁতা হয়ে গেল নাকি!

সার অ্যানড্রু : তাই তো, তাই তো। পূজাদেবী, থুড়ি, মারিয়া সুন্দরী, আমাদের কি অতই বোকা পাঁঠা ভেবেছ?

মারিয়া : আমার ভাবা না-ভাবায় কী এসে যায়?

সার অ্যানড্রু : কিন্তু আমরা তো ভাবি।

মারিয়া : দার্শনিকরা বলেন, তুমি নিজেকে যা ভাবো, তুমি আসলে তা-ই। ভাবনাটাকে একটু সুরাসিক্ত করতে চাইলে আমার সাথে এসো।

সার অ্যানড্রু : তোমার সাথে সিক্ত হতে যাব? দাঁড়াও, দাঁড়াও, বক্তব্যটার ঠিক রসাস্বাদন করতে পারলাম না।

মারিয়া : আসলে বক্তব্যটাই নীরস।

সার অ্যানড্রু : তোমার সব বক্তব্যই কি তা-ই?

মারিয়া : আসলে বক্তার সরসতা নির্ভর করে শ্রোতার উপর। অনেকেরই আর রসের স্রোত ধারণের সামর্থ্য থাকে না।

মারিয়ার প্রস্থান

সার টোবি : সে কী, সার অ্যানড্রু। সামান্য এক নারীর কাছে পরাজিত। তুমি আসলে সুরার অভাবে জর্জরিত।

সার অ্যানড্রু : ঠিক তা-ই, টোবি। সুরার অভাব আর সুরার প্রভাব, দুয়েতেই বড় জ্বালা। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার কি সাধারণ জ্ঞান একটু কম? আসলে মাংস একটু বেশি খাই, লোকে বলে তাতে নাকি একটু মেধা কমে।

সার টোবি : নিঃসন্দেহে, তুমিই তার অকাট্য প্রমাণ।

সার অ্যানড্রু : ভাবছি কাল বাড়ি ফিরে যাব।

সার টোবি : কী হেতু, মিত্র মম?

সার অ্যানড্রু : অত বুঝি না, বাংলায় বলো। তুমি জানো আমি মুর্গির লড়াই, তাস, জুয়া, মদ্যপান, এ সবেই সময় কাটাতে ভালোবাসি, ওসব ভাষার চচ্চড়ি আমার পোষায় না। তবে এখন ভাবি, একটু ওসব শিখলেও হত। ছোটবেলায় ইস্কুল থেকে যদি না-পালাতাম, মেয়েগুলো হয়তো একটু পাত্তা দিত।

সার টোবি : টাকটাও পড়ত না।

সার অ্যানড্রু : লেখাপড়া করলে চুল গজায়?

সার টোবি : অতি অবশ্যই। যেখানে-সেখানে। আসলে মানুষ চুলচেরা বিচার করতে শেখে তো!

সার অ্যানড্রু : কিন্তু আমার মাথাটা কি খারাপ দেখতে লাগে?

সার টোবি : যার মাথাটাই খারাপ, তার মাথা খারাপ দেখতে লাগবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে তুমি তো আর যাকে বলে ঠিক খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম মার্কা নও। তোমার আর চিন্তা কী? শুধু যেখানে-সেখানে মাথা দিও না, মহিলারা আবার সেটা ঠিক পছন্দ করে না।

সার অ্যানড্রু : যা-ই বলো না কেন, আমি কাল ফিরে যাব। তোমার ভাইঝি তো